আজকের কাগজ

তারিখ 24 APR 1995 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি!

নিউজ মিডিয়া : দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল আলমের মতে, দুর্নীতি পরায়ণ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কালো টাকা ভাগাভাগি করে খেয়েছেন মূলত দুর্নীতিবাজ কিছু সরকারি কর্মচারি ও স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যবসায়ী। আমলাদের সাহায্য ছাড়া স্বার্থান্বেষী মহল দেশের সম্পদ লুট করতে পারে না। আর এ কারণেই সৃষ্টি হয় ত্রিশক্তির বন্ধুত্ব। সম্প্রতি দুর্নীতি দমন ব্যুরোর বার্ষিক সম্মেলন '৯৪ উপলক্ষে আয়োজিত সৎ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমনশীর্ষক সেমিনারের উপস্থাপিত প্রবন্ধে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মোহাম্মদ শহীদুল আলম প্রবন্ধে বলেন, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ, ক্ষমতাধর আমলা আর ফায়দাবাজ মোসাহের ব্যবসায়ীমিলে ইচ্ছা করলে দেশের জন্যে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের ৬০%-এর বেশি অর্থ পকেটস্থ করতে পারে। বাংলাদেশে কি এটাই ঘটেছে? তিনি বলেন, গাজী গোলাম মোস্তফার দুর্নীতির কারণে ১৯৭৫ সালের সরকার দুর্নামের ভাগী হয়। কিন্তু প্রশাসন যন্ত্রের সহযোগিতা ছাড়া গাজী গোলাম মোস্তফা একা সব টিন আর কম্বল গায়েব করেছেন কি? এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কারণে প্রায় এক ডজন মামলা দায়ের হয়েছে। আমলাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা না পেলে তিনি একা দুর্নীতি করতে পারতেন কি? বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় সম্পর্কে তিনি বলেন, (ক) কন্যার-পিতা ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে জামাই হিসেবে পেতে চান। (খ) শিক্ষকগণ শুধু তাদেরকেই যত্ন নিয়ে পড়ান যারা তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ে। (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সারা বছর এনজিওদের টিকিটে বারবার বিদেশ সফর করেন বা কনসালটেন্সি করেন কিন্তু এ জন্যে কারও অনুমতি নেন না, (ঘ) আমলারা বেনামীতে কনসালটেন্সি করেন এবং অনেকের স্ত্রী, পুত্র বা কন্যারা এনজিওতে মোটা টাকার চাকরি করেন। (ঙ) এককালের প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা শাহী বালাখানা তৈরি করে তাতে বসবাস করতে ভালবাসেন। কিন্তু এর জন্যে টাকা কোথায় পেলেন তার হিসেবে বেসামাল হন। (চ) ব্যাংকের একজন এমডি, উন্নয়ন তহবিলের নামে ৫০ লাখ টাকার ভুয়া ভাউচার দিয়ে সমাজকে প্রতারণা করেন। (ছ) প্রাইভেট ব্যাংক বলে পরিচিত টাকার খনিগুলো থেকে বালতি ভর্তি টাকা পানির মত তুলে কোন কোন ব্যাংকের পরিবার ভিত্তিক পরিচালকমন্ডলী শুধুমাত্র চোথা কাগজ দিয়ে টাকা নিচ্ছেন। (জ) ব্যাংকের কোন কোন রক্ষক, ম্যানেজার ও তার সহকর্মি ভুয়া একাউন্ট খুলে কোন পার্টির সম্পূর্ণ টাকা ঐ ভুয়া একাউন্টে স্থানান্তর করে সব টাকা আত্মসাত করছেন। প্রয়োজনে ধর পাকড় করে মামলা রহিত করছেন বা সিভিল কোর্টের আশ্রয় নিচ্ছেন। (ঝ) মাদ্রাসা, সুপার মাদ্রাসার জন্যে বরাদ্দকৃত টিন বিক্রি করে ঐ টাকা মেরে দিচ্ছেন। (ঞ) বড় বড় প্রকল্পে দাতাদের সঙ্গে, বিদেশি সরবরাহকারীদের সঙ্গে আঁতাত করে বহু সম্মানী ও শক্তিধর লোকেরা নিজেদের লাভের বদলে দেশের স্বার্থ বিক্রি করছেন।